সংবাদ

তারিখ: 11 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

গাইবান্ধা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ৩৫ ছাত্রীর উপবৃত্তি অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ৩৫ ছাত্রী দ্বিতীয় কিস্তির (জুলাই-ডিসেম্বর) উপবৃত্তির টাকা পায়নি। অথচ তাদের সহপাঠীদের প্রথম কিস্তির টাকা দেয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক অফিসের দায়িত্বহীনতা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এসব শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত বছরের জানুয়ারি মাসে ৩৭৫ জনের তালিকা পাঠানো হয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক অফিস থেকে উপবৃত্তি ছাড় করা হয় ৩৪৩ জনের। একই বছরের জুন মাসে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ৩৪৩ জন ছাত্রীর প্রথম কিস্তির (জানুয়ারি-জুন) উপবৃত্তির টাকা প্রদান করে। এছাড়া দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড় করার জন্য গত বছরের জুলাই মাসে ৩৪৩ জন ছাত্রীর তথ্য ফরম (এমআইএস-৩) পূরণ করে প্রকল্প পরিচালক দপ্তরে পাঠানো হয়। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে প্রকল্প পরিচালক অফিস কম্পিউটার প্রিন্টে বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫ জন ছাত্রীর নাম বাদ দিয়ে ৩০৮ জনের একটি তালিকা পাঠায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দশম শ্রেণীর দুজন ছাত্রী জানায়, প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও আমরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইনি। বিষয়টি হেড স্যারকে জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। গাইবান্ধা মাস্টারপাড়া এলাকার অভিভাবক মাহবুবুর রহমান অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষকের গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণে এসব ছাত্রী উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাদপড়া ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এমনকি পরবর্তীতে তারা উপবৃত্তি পাবে কিনা সেটিও এখন অনিশ্চিত। এ বিষয়ে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, দ্বিতীয় কিস্তির জন্য তথ্য ফরম পূরণ করে পাঠানো হয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক অফিস কর্তৃপক্ষের গাফিলতি বা ভুলের কারণে কম্পিউটার প্রিন্টেড নামের তালিকা থেকে ৩৫ ছাত্রীর নাম বাদ পড়ে। তারপরও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অফিস থেকে বাদপড়া ছাত্রীদের সংযুক্ত করে ৩৫ জন ছাত্রীর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকল্প পরিচালক অফিসে পাঠানো হয়েছে। এখন দ্রুততম সময়ে এসব ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে বলে আশা করছি।